সংবাদ

তারিখ 30 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র মিসিং নিয়ে বাড়ছে সচেতনতা

শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি পর্যবেক্ষণে

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

দেশব্যাপী জঙ্গি তৎপরতার এক পর্যায়ে আবিষ্কার হতে শুরু করলো, কোন কোন জঙ্গি অনেকদিন ধরে নিখোঁজ। কেউ শিক্ষার্থী হলে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উধাও, আবার অনেকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। যে কারণে দেশের বিভিন্ন থানায় বহু 'মিসিং' ডায়রিও দায়ের হয়েছে। এ তথ্য উদঘাটিত হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যেন নিয়মিত এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পরখ করা হয়। কেউ অনেকদিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে পরিবারকে অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা প্রশাসনকে অবহিত করারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এরপর থেকে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি পরীক্ষা করা হচ্ছে। কারা উপস্থিত আছে কারা নেই, অনুপস্থিত থাকলে সেটা কি করণে, এসব নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। বিশেষ করে উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অ্যাসেম্বলি হয়। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাসেম্বলি চলাকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উপস্থিত থেকে একেকটি ক্লাস ধরে ধরে উপস্থিতি পরখ করা হয়। বুধবার জেলা শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয় মাঠে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অ্যাসেম্বলি হচ্ছে। সেখানে প্রধান শিক্ষক একেএম আব্দুল্লাহসহ অন্য শিক্ষকগণ উপস্থিত হয়ে মাইকে একেকটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নাম ধরে ধরে উপস্থিতি পরীক্ষা করছেন। এসময় অনেক শিক্ষার্থীকেই অনুপস্থিত দেখা গেছে। প্রধান শিক্ষক জানান, সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করেই প্রতিদিন অ্যাসেম্বলি চলাকালে এভাবে ছাত্র উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। অবশ্য একজন শিক্ষক জানান, অ্যাসেম্বলিতে অনেক শিক্ষার্থীকেই অনুপস্থিত দেখা যায়। বলা যায় প্রায় ৪০ ভাগ ছাত্রই অ্যাসেম্বলিতে অনুপস্থিত। এ ধরনের অনুপস্থিতি অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্যে বলা যাবে না। কারণ আজকাল প্রায় সব শিক্ষার্থীই বিদ্যালয়ের ওপর ভরসা রাখতে চায় না। তারা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করে। অভিভাবকরাও সন্তানকে কোচিং সেন্টারে দিয়ে স্বস্তি বোধ করেন। ফলে কোচিং করার কারণে হয়ত অভিভাবক মনে করছেন, আজ তার সন্তানটা ক্লান্ত। সেই কারণে সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না বা স্কুলে যেতে চাপ দিচ্ছেন না। আবার সন্তানও ক্লান্ত ভাব দেখাচ্ছে। সেই কারণে তাকে অভিভাবকরা স্কুলে পাঠাচ্ছেন না। আর এ কারণেই অ্যাসেম্বলিতে উপস্থিতি কম হয়। তবে তিনি যোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন মাস্টার্স পাস। কোচিং সেন্টারগুলোতে এর চেয়ে বেশি শিক্ষিতরা পড়ান না। তার পরও শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকছে। তবে কেবল শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরাই পরীক্ষা করা হচ্ছে না, স্কুলটিতে অনেকগুলো সিসি ক্যামেরাও বসানো হয়েছে। প্রধান প্রবেশ ফটক থেকে শ্রেণীকক্ষ, পুরো স্কুলই সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।